E-CONTENT PREPARED BY

Smt. Ishani Roy

Assistant Professor

Department of Bengali

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal

(*Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal*)

NAAC Accredited "A" Grade College

E-Content prepared for students of

B.A. Programme (Semester- I) in Bengali

Name of Course: বাংলা ভাষার ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

Topic of the E-Content

শব্দার্থতত্ত্ব

শব্দার্থতত্ত্ব

ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষার অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantic বলে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে কোনো ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে যেমন নতুন শব্দ সংযোজন হয়, তেমনি বহু প্রচলিত শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। **কতকগুলি বিশেষ কারণে ঘটে শব্দের এই অর্থ পরিবর্তন**।এগুলি হল-

১। ভৌগলিক কারণ : - ভৌগলিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে পরিবর্তন ঘটে মানুষের জীবনযাত্রার। এই কারণে একই শব্দ স্থানভেদে ভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন- 'শাক' শব্দের অর্থ বাংলাতে তরকারি হিসাবে ব্যবহৃত কাঁচা বা সেদ্ধ পাতা। কিন্তু হিন্দিতে 'শাক' বলতে রান্না করা যেকোনো নিরামিষ তরকারিকে বোঝায়। আবার 'নীল' রঙ বলতে বাংলায় নীল বা BLUE রঙকে বোঝালেও গুজরাটিরা 'নীল' অর্থে সবুজ রঙকে বোঝে।

২। ঐতিহাসিক কারণ: - কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতিতে আসে নানা পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের প্রভাব প্রচলিত ভাষার শব্দের অর্থের মধ্যেও পরে। যেমন- প্রাচীন কালে বিবাহযোগ্য কন্যাকে পুরুষরা ঘোড়ার পিঠে বহন করে নিয়ে যেত। তাই তখন 'বিবাহ' শব্দটি বিশেষভাবে বহন অর্থে সমাজে প্রচলিত ছিল। সময়ের পরিবর্তনে বিবাহ রীতিতে এসেছে পরিবর্তন। 'বিবাহ' শব্দের নতুন অর্থ হয়েছে পরিণয়।

৩। উপকরণগত কারণ:- বস্তুর উপকরণ অনুসারেও অনেক সময় বস্তুর নামকরণ হয়। পরবর্তীকালে যে উপকরণের নাম অনুসারে বস্তুর নাম হয়েছিল সেই উপকরণের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বস্তুর নাম একই থেকে যায়। যেমন – কালো উপকরণ দিয়ে নির্মিত লেখার জন্য ব্যবহৃত তরল পদার্থকে আগে বলা হত 'কালি'। আধুনিক যুগে লেখার জন্য ব্যবহৃত তরলের রঙের বৈচিত্র্য এসেছে। কিন্তু নাম রয়ে গিয়েছে 'কালি'।

৪। সাদৃশ্য :- শব্দের অর্থের পরিবর্তনে সাদৃশ্যের একটি ভূমিকা আছে। যেমন 'তিল' নামক কালো ছোট শস্যের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার কারণে মানুষের দেহের ছোট ছোট কালো দাগকে 'তিল' বলা হয়।

৫।শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়টা :- অনেক সময় ভাষাব্যবহারের শৈথিল্যের কারণে আমরা কোনো শব্দ পুরো ব্যবহার না করে সংক্ষেপে তার অংশবিশেষ বলে থাকি। যেমন: 'খবরের কাগজ' না বলে আমরা বলি 'কাগজ'।

৬। মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার: - মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার ও শব্দার্থ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। যেমন মৃত্যু অর্থে 'গঙ্গা লাভ করা', রাতের বেলা সাপ না বলে 'লতা' বলা প্রভৃতি অজস্র উদাহরণ প্রাত্যহিক জীবনে আমরা দেখতে পায়।

৭। এছাড়াও আছে আলঙ্কারিক প্রয়োগ। ব্যবসায় ব্যর্থ হওয়া অর্থে ‘গণেশ উল্টে যাওয়া’, জেলখানাকে ‘মামারবাড়ি’ বলা ইত্যাদি।

ভাষাতাত্ত্বিকরা এই শব্দার্থ পরিবর্তনকে প্রধান তিনটি ধারায় ভাগ করেছেন। যথা-

১। অর্থ বিস্তার বা অর্থ প্রসার

২। অর্থ সংকোচ

৩। অর্থ-সংক্রম বা অর্থ- সংশ্লেষ

এছাড়াও শব্দের অর্থের উৎকর্ষ এবং অবনতির বিচার করে আরও দুটি ধারার উল্লেখ ভাষাতাত্ত্বিকরা করেছেন। ধারা দুটি হল-

১। অর্থোৎকর্ষ

২। অর্থাপকর্ষ

১। অর্থ বিস্তার বা অর্থ প্রসার – যখন কোনো শব্দ দ্বারা প্রথমে কোনো সংকীর্ণ ভাব বা সীমাবদ্ধ বস্তুকে বোঝানো হত এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে শব্দ তার সীমাবদ্ধ অর্থ ত্যাগ করে বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ করে, তখন শব্দের সেই অর্থ পরিবর্তনের ধারাকে **অর্থ বিস্তার বা অর্থ প্রসার** বলে। যেমন আগে কালো উপকরণ দিয়ে নির্মিত লেখার জন্য ব্যবহৃত তরল পদার্থকে আগে বলা হত ‘কালি’। বর্তমানে নীল, লাল প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের লেখার উপকরণকে বলে কালি। অর্থাৎ ‘কালি’ শব্দের অর্থের বিস্তার হয়েছে।

নিম্নে এই ধারার আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল-

শব্দ	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
গাঙ	গঙ্গা নদী	যে কোনো নদী
তেল	তিলের নির্যাস	তিল ছাড়াও নারকেল, সরষে, রেড়ি সবের নির্যাসকেই বোঝায়। এমনকি অভোজ্য খনিজ কেরোসিন, পেট্রোল সমস্ত কিছুকেই তেল বলে।
নগর	পাহাড়ের উপর অবস্থিত জনপদ	শহর
বর্ষ	সংস্কৃতে বর্ষাকাল অর্থাৎ বছরের একটি নির্দিষ্ট ঋতু	সারাবছর
পাণিগ্রহণ	হস্ত ধারণ	বিবাহ

২। **অর্থ সংকোচ** – শব্দের অর্থ যখন পূর্বের ব্যাপকতা হারিয়ে বর্তমান সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে তখন শব্দের সেই অর্থ পরিবর্তনের ধারাকে **অর্থ সংকোচ** বলে। উদাহরণ হিসাবে আমরা অন্ন শব্দের উল্লেখ করতে পারি। কারণ অন্ন বলতে আগে যেকোনো খাদ্যকে বোঝানো হত। বর্তমানে 'অন্ন' মানে শুধু ভাত।

নিম্নে এই ধারার আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল-

শব্দ	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
সম্বন্ধী	যার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে	স্ত্রীর ভাই বা শ্যালক
হস্তী	হস্তের মত অঙ্গ যার	হাতি
প্রদীপ	সব রকমের আলো	বিশেষ রকমের আলো,যা মাটি বা পিতলের তৈরি।
মৃগ	যে কোনো পশু	হরিণ নামের এক বিশেষ পশু
ভৃত্য	ভরণের যোগ্য	চাকর

৩। **অর্থ-সংক্রম বা অর্থ- সংশ্লেষ** – যখন কোনো শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হতে হতে শব্দের অর্থ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তার সঙ্গে পূর্বের অর্থের মিল পাওয়া যায় না, তখন তাকে বলে **অর্থ-সংক্রম বা অর্থ- সংশ্লেষ**। যেমন- সংস্কৃতে 'পাত্র' মানে পান করার আধার। পরবর্তীকালে হয়েছে বর বা কন্যা দান করার আধার। ফলে এখানে পূর্ববর্তী অর্থের সঙ্গে পরবর্তী অর্থের মিল পাওয়া যায় না।

নিম্নে এই ধারার আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল-

শব্দ	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
কাণ্ড	গুঁড়ি	ব্যাপার
গবাক্ষ	গরুর চোখ	জানালা
চক্রান্ত	চাকার শেষভাগ	ষড়যন্ত্র
সন্দেশ	সংবাদ	বিশেষ এক প্রকারের মিষ্টি
ঘর্ম	সংস্কৃতে এর অর্থ ছিল গরম	স্বেদ বা ঘাম

অর্থোৎকর্ষ – যখন কোনো শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ফলে পূর্ববর্তী অর্থ অপেক্ষা উন্নততর অর্থ গ্রহণ করে, তখন তাকে শব্দার্থের উন্নতি বা অর্থোৎকর্ষ বলে। যেমন- 'মন্দির' শব্দটির আদি অর্থ ছিল গৃহ। বর্তমানে শব্দটির অর্থের উন্নতি ঘটে হয়েছে দেবালয়।

নিম্নে এই ধারার আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল-

শব্দ	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
তপন	যা তপ্ত করে	সূর্য
দুহিতা	দোহনকারিনী নারী	কন্যা
বাতুল	পাগল	বাত+ উল> বাউল (এক ধর্ম সম্প্রদায় বিশেষ)
ভোগ	খাদ্যসামগ্রী	দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত খাদ্যসামগ্রী

অর্থাপকর্ষ - যখন কোনো শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ফলে পূর্ববর্তী উন্নত অর্থ ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত অবনত অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে শব্দার্থের অবনতি বা অর্থাপকর্ষ বলে। যেমন- 'মহাজন' শব্দের মূল অর্থ হল মহৎ ব্যক্তি। বর্তমানে 'মহাজন' বলতে সুদের ব্যবসায়ীকে বোঝানো হয় অর্থাৎ 'মহাজন' শব্দটি পূর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই কারণে শব্দটির অর্থের অবনতি ঘটেছে।

নিম্নে এই ধারার আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল-

শব্দ	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
ঝি	মেয়ে	কাজের মেয়ে
অসুখ	সুখের অভাব	রোগ
মুনিস	সর্বশ্রেণির মানুষ	মজুর
বাড়ন্ত	যা বাড়ছে	ফুরিয়ে যাওয়া